কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ৯"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো ? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জ্বেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" **تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْث** অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. পরবর্তী সময়ের কথা ইউসুফের ভাইয়েরা খাদ্যশস্যের জন্যে মিশরে আসে এবং ইউসুফের কাছে উপস্থিত হয়। ইউসুফ তাদের দেখেই চিনে ফেলে, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারে নি।

ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার নিকট উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (সূরা ইউসুফে ১২:৫৮)

২. তাদের (ভাইদের) যাত্রার প্রাক্কালে ইউসুফ বললো, তোমরা আবার আসার সময় তোমাদের বৈমাত্রীয় ভাই (বিন ইয়ামিন) কে আমার কাছে নিয়ে এসো।

এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বললঃ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি ? (সূরা ইউসুফে ১২:৫৯)

৩. আবার আসার সময় যদি তাকে না নিয়ে এসো, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্যে কোনো বরাদ্দ থাকবে না।

কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না আনো, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্ধ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (সূরা ইউসুফে ১২:৬০)

৪. তারা বললো, আমরা তাকে আনার ব্যাপারে পিতাকে সম্মতি করার চেষ্টা করবো।

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

তারা বললঃ আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ করতেই হবে। (সূরা ইউসুফে ১২:৬১)

৫. ইউসুফ তার কর্মচারীদের বললো, তারা খাদ্য শস্যের যে দাম দিয়েছে, সে অর্থ তাদের পণ্যসামগ্রীর মধ্যেই রেখে দাও।

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا
إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

এবং সে ভৃত্য-গণকে বললঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও-সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবতঃ তারা পুনরায় আসবে। (সূরা ইউসুফে ১২:৬২)

৬. তারা (ভাইয়েরা) ফিরে এসে বাবাকে বললো, যদি বনি ইয়ামিনকে আমাদের সাথে নিয়ে না যাই তবে খাদ্য-শস্য আমাদের বরাদ্দ করা হবে না। আমরা তার (বনি ইয়ামিনের) হেফাজত করবো।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ
مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে খাদ্য-শস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন; যাতে আমরা খাদ্য-শস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৭. বাবা বললো, ওর ব্যাপারে আমি তোমাদের প্রতি কি সেরকম আস্থা রাখব, যে রকম আস্থা রেখেছিলাম ইতোপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে?

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ
قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

সে বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম ? অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৪)

৮. অতপর তারা যখন দেখতে পেলো, তাদের অর্থকড়ি ফেরত দেয়া হয়েছে। তখন তারা বলে উঠলো, এবার আমরা অতিরিক্ত এক উট বোঝাই করে খাদ্যশস্য আনবো।

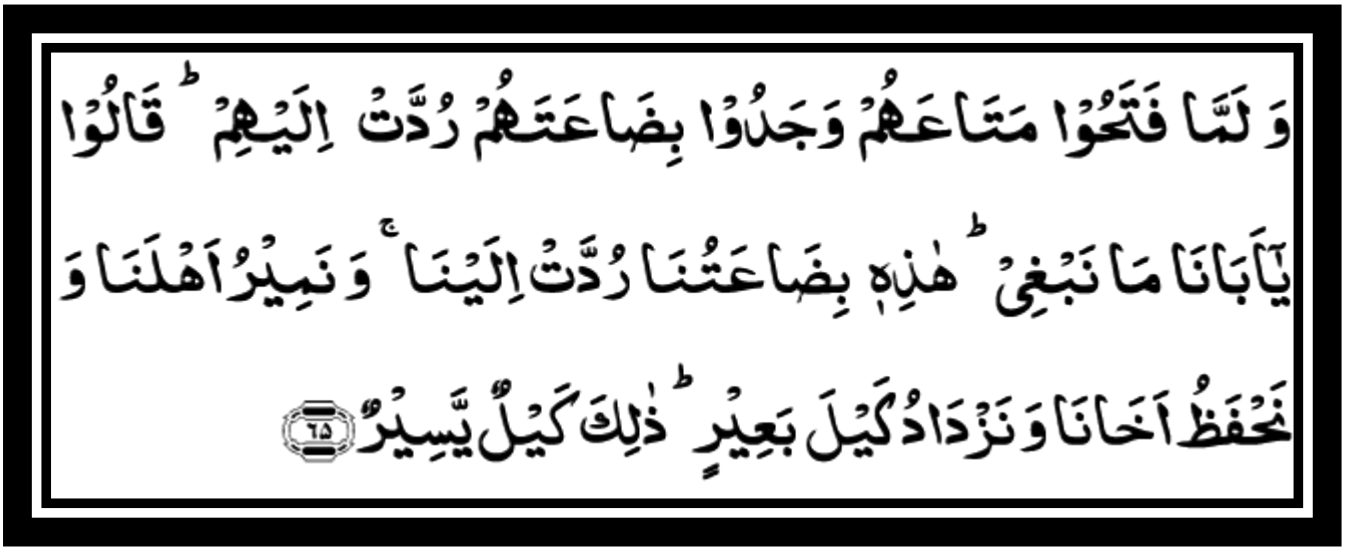
وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا
يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَ
نَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পন্যমুল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললঃ হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি। এই আমাদের প্রদত্ত পন্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং আমরা আর এক অতিরিক্ত উটের বরাদ্দ খাদ্য-শস্য আনবো। যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প। (সূরা ইউসুফে ১২:৬৫)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যে ভাইকে (ইউসুফকে) তারা কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল, তার কাছেই তারা খাদ্যশস্যের জন্য ধর্ণা দিল। আল্লাহর কি মহিমা। অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান আল্লাহ যাকে খুশি তাকে দান করে। যাকে খুশি তার থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেন। আল্লাহর পরিকল্পনা আমাদের অজানা। আমাদের উচিত পরিপূর্ণ ঈমান ও আমলে সালেহ (সৎ কাজ) করে যাওয়া। এবং সর্বাবস্থায়, সুখে-দুখে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ পরীক্ষার জন্যে এবং পাপ মোচন করার জন্যে মুমিনদের দুঃখে ফেলে দেন এবং দেখতে চান কে সবর অবলম্বনকারী। সর্বাবস্থায় সবর অবলম্বন করলে ইনশাল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/